একজন মানুষ যত বিত্তবানই হোক না কেন, তার পরিবার যদি সুশৃঙ্খল ও গোছালো না হয়, ব্যক্তিগতভাবে সে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। যখন পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, তখনই তো অনুভূত হবে সুখ আর প্রশান্তি। কত মানুষের অভিযোগ– ঘরে গিয়ে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারি না। সবার মাঝে কেমন জানি অস্থিরতা। চাওয়া-পাওয়ার অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে শুনতেই হাঁপিয়ে ওঠার অবস্থা! কিন্তু কেন এমন হয়? আসলে আমরা অনেকটা আন্তকেন্দ্রিক চিন্তায় ডুবে থাকি। পরিবার কীভাবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে, এ বিষয়গুলোর প্রতি তেমন লক্ষই করা হয় না। এর ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। কীভাবে আমাদের পরিবার হতে পারে একটি আদর্শ পরিবার, আর আমরা লাভ করতে পারব পারিবারিক সুখ-শান্তি, এ বইয়ে রয়েছে এমনই ৪০টি উত্তম উপদেশ।

RUHAMA
PUBLICATION

www.facebook.com/ruhamapublicationBD

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯
ঘর একটি নেয়ামত ০৯

পরিবার গঠন

১. ভালো ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা ১৬
২. স্ত্রীকে সংশোধনের চেষ্টা করা ২২
৩. ঘরে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা ২৫
৪. তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী ও ইবাদতের স্থান বানাও ২৭
৫. ঘরের লোকদের ঈমানি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ৩১
৬. ঘর ও পরিবারসংশ্লিষ্ট সকল সুন্নাত ও মাসনূন দুআ পড়া এবং তা যথাযথ গুরুত্বসহকারে আদায় করা ৩৩
৭. ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য নিয়মিত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা ৩৫

ঘরে শরয়ী ইলম চর্চা করা

৮. ঘরের লোকদের ইলম শিক্ষা দেওয়া ৩৮
৯. বাড়িতে ইসলামি বইয়ের একটা লাইব্রেরি তৈরি করা ৪৫
১০. ঘরে অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা ৪৯
১১. মাঝে মাঝে নেককার আলেম ও তালিবুল ইলমদের দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে আসা ৫২
১২. ঘর ও পরিবারের শরয়ী বিধি বিধানগুলো শিক্ষা করা ৫৩

ঘরোয়া বৈঠক

১৩. পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া ৬৪
১৪. দাম্পত্য কলহের বিষয়গুলো সন্তানদের সামনে প্রকাশ না করা ৬৬

১৫. বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া ৬৭
১৬. পরিবারের সদস্যদের অবস্থা ও প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা ৭১
১৭. ঘরে শিশুদের যত্ন নেওয়া ৭৪
১৮. ঘুম, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা ৭৮
১৯. মহিলাদের বাড়ির বাইরের কাজ সুবিন্যস্তভাবে করা ৭৯
২০. ঘরের গোপন বিষয়গুলো বাইরে প্রকাশ না করা ৮৩

পরিবারের চারিত্রিক বিষয়গুলো

২১. ঘরে কোমলতার চরিত্র ছড়িয়ে দেওয়া ৯০
২২. ঘরের কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ৯২
২৩. পরিবারের লোকদের সাথে মজা ও রসিকতা করা ৯৫
২৪. ঘর ও পরিবারের সদস্যদের খারাপ ও নোংরা স্বভাবগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা ৯৯
২৫. ঘরের এমন একস্থানে বেত ঝুলিয়ে রাখা, যেখান থেকে বাড়ির লোকেরা তা দেখতে পায় ১০০

ঘরের কিছু নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য বিষয়

২৬-৩৬. উপদেশ ১০৬

বিভিন্ন নসীহত

৩৭. বাড়ি বানানোর জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন করা এবং তার জন্য নকশা তৈরি করা ১০৮
৩৮. বাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করা ১১১
৩৯. প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ এবং প্রয়োজনীয় ও আরামের জিনিসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা ১১৪
৪০. ঘরের প্রতিটি সদস্যের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা ১১৫

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وحده لا شريك له، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.أمابعد

ঘর একটি নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন।"[১]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَمَامَ نِعَمِهِ عَلَى عَبِيدِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ سَكَنٌ لَهُمْ، يأوون إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها بسائر وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ.

"মহান আল্লাহ বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতরাজির পূর্ণতার আলোচনায় বলছেন, তিনি তাদেরকে বাসস্থান হিসেবে ঘর দান করেছেন, যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও অন্যের থেকে নিজেকে আড়াল করে এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের উপকার লাভ করে।"[২]

.....

১. সূরা নাহল: ৮০

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৫০৭ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

ঘরের অনুরূপ আমাদের কারও কিছু আছে? ঘর কি আমাদের খানাপিনা, বিবাহশাদি, ঘুম ও আরাম-আয়েশের জায়গা নয়? নির্জনতা ও পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার স্থান নয়? এ ঘর কি নারীর সংরক্ষণ ও হেফাজতের স্থান নয়?

আল্লাহ তাআলা নারীজাতির উদ্দেশ্যে বলেন–

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন কোরো না।"[৩]

যখন তুমি সেসব লোকের অবস্থা ভেবে দেখবে, যাদের কোনো ঘর নেই; তাদের কেউ বাস করে আশ্রয়কেন্দ্রে, কেউবা মহাসড়কের ফুটপাতে আর কেউ বাস্তুচ্যুত হয়ে অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে, তখন তুমি বুঝতে পারবে ঘর নামক নেয়ামতের মর্যাদা। আর যখন কোনো অস্থির ব্যক্তিকে বলতে শুনবে– আমার কোনো ঠাঁই নেই, স্থায়ী কোনো জায়গা নেই। কখনো অমুকের বাড়িতে ঘুমাই, কখনো কফির দোকানে, কখনো বা নদীর তীরে, আমার জামা-কাপড় আমার কাফেলার কাছে জমা থাকে; তখন তুমি জানতে পারবে, ঘর নামক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্টের বাস্তবতা।

আল্লাহ তাআলা যখন বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু নযীর থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, তখন তাদের থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে করেছিলেন গৃহহীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

.....

৩. সূরা আহযাব: ৩৩